কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৫

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৫"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুআ'রা

১) নূহের কওমও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১০৫

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

নূহ (আঃ) এঁর সম্প্রদায় রাসুলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

২)স্মরণ করো,তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না?

সুরা আশ শুআ'রা ২৬,আয়াতঃ১০৬

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

যখন তাদের ভ্রাতা নূহ(আঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

৩) আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত রসুল।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১০৭

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১০৮

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৫) তোমাদের সতর্ক করার এ কাজ করার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১০৯

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ ১১০

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৭) জবাবে তারা বলেছিল,আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো? তোমাকে অনুসরণ করে তো নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১১

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

তারা বললোঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে।

৮) নূহ বলেছিলো, তারা আগে কী করতো তা আমি জানি না।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১২

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(নূহ আঃ) বললেনঃ তারা কি করতো তা আমার জানা নেই।

৯)তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তো আল্লাহর, যদি তোমরা বুঝতে।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১৩

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ

তাদের হিসাব গ্রহণ আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।

১০) মু'মিনদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১৪

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।

১১) আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১৫

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

আমি শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

১২)তখন তারা বলেছিল, হে নূহ,তুমি যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে পাথর নিক্ষেপ করে যাদের মারা হয়েছে তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১৬

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

তারা বললোঃ হে নূহ(আঃ)! তুমি যদি বিরত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরঘাত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৩)নূহ ফরিয়াদ করে বললো, আমার প্রভু, আমার কওম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬,আয়াতঃ ১১৭

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

নূহ(আঃ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক ! আমার সম্প্রদায় আমাকে অস্বীকার করছে।

১৪) সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মাঝে একটা চুড়ান্ত ফায়সালা করে দাও আর নাজাত দাও আমাকে ও আমার সাথি মু'মিনদেরকে।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১১৮

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন!

১৫) তখন আমি তাকে ও তার সাথিদেরকে নৌযানে বোঝাই করে রক্ষা করেছি।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ ১১৯

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা বোঝাই নৌ-যানে ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম।

১৬) আর বাকী সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ ১২০

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

তৎপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

১৭) নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১২১

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৮) আর তোমার প্রভু ,নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিধর, পরম দয়াবান।

সুরা আশ শুআ'রা ২৬, আয়াতঃ১২২

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

এবং তোমার প্রতিপালক, তিনিই যিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

নূহের কওমের লোকেরা হুমকি দিয়েছিল, তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। নূহ দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ কওম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে , মেহেরবাণী করে তুমি আমার ও তাদের মাঝে ফয়সালা করে দাও। এবং আমাকে ও মুমিনদেরকে তুমি এ যালিমদের হাত থেকে নাজাত দান করো। বহুবছর জাতির পেছনে অক্লান্ত পরশ্রম করে আল্লাহর পথে আসার দাওয়াত দেয়ার পর যখন নূহ বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহও তাকে জানিয়ে দিলেন আর কেউ ঈমান আনবে না, তখনই নূহ এ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ নূহের দোয়া কবুল করে মুমিনদেরকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত কোরআন হাদীস মোতাবেক জীবন-যাপন করা ।আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....।